**বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার ‘রাজহংস’ উড়োজাহাজ উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

মঙ্গলবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ এবং

উপস্থিত সুধিমণ্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার ‘রাজহংস’ উড়োজাহাজ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চারনেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী ত্রিশ লাখ শহিদ ও সম্ভ্রমহারা দু’লাখ মা-বোনকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতের সকল শহিদের প্রতি।

স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতার হাত ধরেই বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের জন্ম। স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিকেরা মুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে ভেবেছিল তাঁদের একটি নিজস্ব এয়ারলাইন্স হবে। সে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেন বঙ্গবন্ধু। দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র ১৯ দিনের মাথায় জন্ম নেয় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স।

১৯৭২ সালে বিমানের যাত্রা শুরু হয়েছিল ডাকোটা উড়োজাহাজ দিয়ে। আর এখন যুক্ত হচ্ছে একের পর এক অত্যাধুনিক বোয়িং-৭৮৭ ড্রিমলাইনার। আজকের রাজহংসসহ এ যাবৎ মোট ৪টি ড্রিমলাইনার আমাদের এয়ারলাইন্সে যুক্ত হ’ল।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ বিমানের প্রতি এতই আন্তরিক ছিলেন যে, এর লোগো তৈরি এবং চূড়ান্ত করার কাজ তিনি নিজে তদারকি করেন। তাঁর মাত্র সাড়ে তিন বছরের সরকারের সময় ব্যাংকক, কলকাতা, কাঠমাণ্ডু ও দুবাই আন্তর্জাতিক রুট চালু হয়। বিমানের জন্য আন্তর্জাতিকমানের একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিমানের উন্নয়নের পাশাপাশি জাতির পিতা ডিপার্টমেন্ট অব সিভিল এভিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন, যা আজকের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ।

দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর আমরা জাতির পিতার হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্সের উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দিই। ১৯৯৯ ও ২০০০ সালে দুটি DC-10 বিমান বহরে যুক্ত করি। অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক ফ্লাইটের তিনটি F-28 এয়ারক্রাফট সংগ্রহ করি।

কিন্তু ২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট সরকার ক্ষমতায় এসে জাতীয় পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান বিমানকে পরিণত করে দুর্নীতি আর লুটপাটের স্বর্গরাজ্যে। তারা নিউইয়র্ক, ব্রাসেলস, প্যারিস, ফ্রাংকফুর্ট, মুম্বাই, নারিতা এবং ইয়াঙ্গুন রুটে বিমান চলাচল বন্ধ করে দেয়। চরম লোকসান আর অব্যবস্থাপনায় বিমান মুখ থুবড়ে পড়ে।

২০০৯ সালে আমরা সরকার পরিচালনায় এসে দেখি বিমানের অবস্থা খুবই নাজুক। জরাজীর্ণ বিমান বহর, বিপর্যস্ত শিডিউল, অন্তহীন অভিযোগ। এ সঙ্কট উত্তরণে আমরা প্রয়োজনীয় কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করি।

সত্যিকার অর্থে একটি আধুনিক এয়ারলাইন্স হিসেবে বিমানকে গড়ে তোলার জন্য বিমান পরিচালনা পর্ষদকে আমি নিদের্শ দিই। তারপরের ইতিহাস আপনারা সবাই জানেন। বিশ্বখ্যাত বোয়িং এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে নতুন জাহাজ সংগ্রহের দিনক্ষণ এগিয়ে আনা হয়। ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগী হয়ে জাহাজ সংগ্রহের সম্ভাব্য সকল বাধা অপসারণের দায়িত্ব নিই আমি। তারই ধারাবাহিকতায় বিমানবহরে একের পর এক যুক্ত হয়েছে পালকি, অরুন আলো, আকাশপ্রদীপ, রাঙ্গা-প্রভাত, মেঘদূত, আকাশবীণা, হংসবলাকা ও গাঙচিল। বিশালাকারের অত্যাধুনিক জাহাজগুলি আকাশের বিস্ময় এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সকে আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্সের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। অভ্যন্তরীণ গন্তব্যসমূহে বিমানের কানেকটিভিটি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের সরকার কানাডার সঙ্গে ৩টি ড্যাশ-৮ বোম্বারডিয়ার উড়োজাহাজ ক্রয় চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স গত অর্থ বছরে ২৭২ কোটি টাকা নিট মুনাফা অর্জন করেছে।

**সুধিবৃন্দ,**

উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সমৃদ্ধ অর্থনীতি গড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়তে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। আশার কথা, বিমানসহ প্রাইভেট সেক্টরে বিমান পরিবহনগুলো আকাশ যোগাযোগে বিশেষ অবদান রাখছে। বৈশ্বিক গ্রাম গড়ে তুলতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের নামও এখন উচ্চারিত হচ্ছে সম্মানের সঙ্গে।

 বোয়িং কোম্পানির ড্রিমলাইনারগুলো বিমান চলাচল শিল্পে এক বিস্ময়। আপনারা জানেন, এই উড়োজাহাজ কোন যাত্রাবিরতি ছাড়াই একটানা ১৬ ঘণ্টা উড্ডয়ন করতে সক্ষম। আমরা এই উড়োজাহাজ দিয়ে নিউইর্য়ক, টরেন্টো ও সিডনির মত দূরবর্তী গন্তব্যে ফ্লাইট পরিচালনা করতে আগ্রহী। এই লক্ষ্যে সিভিল এভিয়েশন অথরিটির ক্যাটাগরি-১ এ উন্নীতকরণের কাজ এগিয়ে চলছে।

এই বিমানগুলি খুবই মূল্যবান। জনগণের সম্পত্তি এগুলি। বিমানগুলির যথাযথ যত্ন আপনারা নিবেন। সর্বোচ্চ পরিমাণ সেবা যাতে আমরা আধুনিক জাহাজগুলি থেকে পেতে পারি সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। কোন অবহেলা বা গাফিলতি সহ্য করা হবে না।

শুধু বিমান নয়, বিমানবন্দরসমূহ উন্নয়নে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। সিলেট বিমানবন্দরের আধুনিকায়ণ করা হয়েছে। শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণের কাজ শীঘ্রই শুরু হচ্ছে। একই সঙ্গে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মিত হলে বাংলাদেশ হবে এশিয়ার অন্যতম এভিয়েশন হাব।

আমরা জনকল্যাণে নিরন্তর কাজ করে চলেছি। প্রবাসে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ১০ মিলিয়ন বাংলাদেশীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি আমরা সম্মান জানাই। বিমানবহরে নতুন জাহাজ যুক্ত হওয়ার পর এখন আমি আশা করি নতুন নতুন গন্তব্যে উড়ে যাবে আমাদের বিমান। বিমান ব্যবস্থাপনা সে লক্ষ্যেই কাজ করে চলেছে।

আওয়ামী লীগ সরকার মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা আজ জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজগুলো বাস্তবায়ন করছি। গত সাড়ে ১০ বছরে আমরা দেশের প্রতিটি খাতে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করেছি। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে ‘রোল মডেল’। জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও মাদক নির্মূলে আমাদের সরকার ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিতে কাজ করে যাচ্ছে। আমরাই বিশ্বে প্রথম শত বছরের ‘ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ বাস্তবায়ন শুরু করেছি। অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বিশ্বের ৫টি দেশের একটি বাংলাদেশ। উন্নয়নের ৯০ ভাগ কাজই নিজস্ব অর্থায়নে করছি। আওয়ামী লীগ একটানা সরকারে থাকার কারণে তৃণমূলের জনগণ আজ উন্নয়নের সুফল পাচ্ছে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। আগামী প্রজন্ম পাবে সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে আমরা গড়ে তুলব, ইনশাআল্লাহ।

আমি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বহরে নতুন ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজ ‘রাজহংস’- এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

বিমানের এ জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক। সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

...